রূপছায়া চিত্রের

রাজকন্যা

দ্বিতীয় নিবেদন

রূপছায়া চিত্রের দ্বিতীয় নিবেদন

রাজকন্যা

কাহিনী ও চিত্রনাট্য

ঋত্বিক ঘটক

পরিচালনা

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত পরিচালনা

শ্যামল মিত্র

গীতিকার :
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

আলোকচিত্র :
বিজয় ঘোষ

প্রধান সম্পাদক :
অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

শিল্প নির্দেশনা :
কার্তিক বোস

রূপসজ্জায় :
বসির আহ্‌মেদ

প্রধান কর্মসচিব :
কৈলাস বাগচী

প্রচার পরিকল্পনা :
পূর্ণেন্দু পত্রী

সহযোগিতায় :
জ্যোতির্ময় রায়

স্থির চিত্র :
ক্যাপস্‌

কণ্ঠ-সংগীত :
শ্যামল মিত্র
ও
আশা ভোঁসলে

ঐকতান :
সুর ও শ্রী অর্কেস্ট্রা

নৃত্য পরিচালনা :
শক্তি নাগ

নৃত্যে :
শক্তি নাগ ও সম্প্রদায়

একমাত্র পরিবেশক :
ছায়ালোক প্রাইভেট্ লিঃ

ভূমিকায় :

উত্তমকুমার

বীণা ঘোষ — শ্যাম লাহা
চন্দ্রাবতী — গীতালি রায়
শেখর চট্টোপাধ্যায় — সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় — গৌর শী
অজিত চট্টোপাধ্যায় — প্রমথ গাঙ্গুলী

ষ্টুডিও :

এন. টি. ১নং ; টেকনিসিয়ান্‌স্ ষ্টুডিও ;
এন. টি. ২নং ; ইণ্ডিয়া ফিল্‌মস্ লেবরেটরি

রাজকন্যা

রাতকোট।
ছোট্ট পাহাড়ী দেশ।
এই রাজ্যের প্রথম রাজা
দেব নক্ষত্র নারায়ণ।
তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর বংশধর
রাজা বসন্ত নারায়ণ হঠাৎ মারা গেলেন
পাহাড় থেকে পড়ে।
আর সেই সংগে তাঁর একমাত্র শিশুকন্যা
চন্দ্রলেখা নিখোঁজ হল রাজবাড়ী থেকে।
বসন্তনারায়ণ রাজবংশে বিবাহ করেন নি।
বিবাহ করেছিলেন এক বাঈজীকে।
চন্দ্রলেখা তারই গর্ভজাত কন্যা।
অভাবিত এই দুই দুর্ঘটনায়
শোকের ঘনছায়া নেমে এল রাজবাড়ীতে।
শোকার্ত রাজমাতা অনন্যোপায় হয়ে
রাজ্য পরিচালনার ভার নিলেন স্বহস্তে।
কিন্তু গভীর সমস্যা দেখা দিল
রাজবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী
কে হবে—তাই নিয়ে।
রানীমা-র দৃঢ় বিশ্বাস
চন্দ্রলেখা-র নিখোঁজ হওয়ার পিছনে আছে
কোন কুটীল চক্রান্ত।
চন্দ্রলেখা মরে নি।
দর্পনারায়ণ, বসন্তনারায়ণের জ্ঞাতিভাই
বংশের নিয়মানুসারে এখন সেইই

ক্ষমতা পাবার অধিকারী।
দর্পনারায়ণ বিশ্বাস করে
চন্দ্রলেখা বেঁচে নেই।
তাকে সম্পত্তির অধিকার থেকে
বঞ্চিত করার জন্যে রাণীমার
এ-এক মিথ্যা অজুহাত।
দীর্ঘ অপেক্ষা, অনুসন্ধানের পরও
যখন চন্দ্রলেখার কোন খোঁজ মিলল না,
রাণীমা কিন্তু তখনও বিশ্বাস করছেন
চন্দ্রলেখা মরে নি।
অবশেষে তিনি স্থির করলেন
চন্দ্রলেখার একটা তৈলচিত্র আঁকিয়ে
তার সামনে বসে, তার নামেই
তিনি রাজ্য পরিচালনা করবেন।
আমন্ত্রন জানানো হল তাহিরপুরের
রাজকুমার শ্রী জয়ন্তকুমার রায়কে।
জয়ন্ত-র জগতজোড়া নাম চিত্রকর হিসেবে।
আমন্ত্রন পেয়ে জয়ন্ত একদিন
উপস্থিত হল রাতকোটে।
আসার পথে হঠাৎ দেখা
এক পাহাড়ী মেয়ের সংগে।
নাম রাজকুমারী।
অপরূপ রূপসী।
জয়ন্তর সংগে আলাপ হল তার।
জয়ন্ত ছবি আঁকার কাজে মন দিয়েছে।
চন্দ্রলেখার কোন ছবি নেই।
কিন্তু সে পেয়েছে
তার মায়ের হুবহু গড়ন।
তাই মায়ের একটি
তৈলচিত্র দেখে জয়ন্তকে
আঁকতে হচ্ছে চন্দ্রলেখার ছবি।

সেই সময় রাজবাড়ীতে আবির্ভাব ঘটল
দর্পনারায়নের সাজানো চন্দ্রলেখা-র।
রাজবাড়ীর আবহাওয়া জটীল হয়ে উঠল।
জয়ন্ত বিস্মিত চোখে তাকিয়ে
চিনে নিল এ সেই পাহাড়ী মেয়ে।
আর রানীমা চিনলেন
সত্যিকারের চন্দ্রলেখাকে।
কিন্তু গোপন রাখলেন তাঁর মনোভাব।
জয়ন্তকে বললেন,
এই রাজকুমারীরই ছবি আঁকো।
আর এদিকে তিনি হঠাৎ নাটকীয়ভাবে
ঘোষনা করে দিলেন রাজ্যের নতুন
উত্তরাধিকারীর
অভিষেক উৎসবের দিন।
রাজ-সমারোহে সে উৎসব
সমাপ্ত হলো।
রাজ্যব্যাপী কী উল্লাস!
চন্দ্রলেখা এখন রানী।
রানীমা তার হাতে তুলে দিলেন
রাজ্য ও রাজবাড়ী সংক্রান্ত যাবতীয়
গুপ্ত নথিপত্র, দলিল ইত্যাদি।
এদিকে দর্পনারায়ণের চোখে ঘুম নেই।
মনে শান্তি নেই।
সাপের মত আক্রোশে সে ফুঁসছে।
সে চায় সম্পত্তি, অর্থ
সব কিছু আত্মসাৎ করতে।
অভিষেকের রাত্রে চন্দ্রলেখার ঘর থেকে
রাণীমার দেওয়া সমস্ত গুপ্ত নথিপত্র
ছিনিয়ে নিয়ে রাজবাড়ীর
বাইরে ও ভিতরে এক চক্রান্তের
জাল বিস্তার করল সে।

রাণীমাকে সাপের ছোবলে মেরে ফেলে
চন্দ্রলেখাকে সরিয়ে দিয়ে
একাই ভোগ করবে রাজ্যসুখ
এই তার চক্রান্ত।
কিন্তু দর্পনারায়ণের সমস্ত আশায়
বাদ সাধলো জয়ন্ত।
রাণীমার দুর্দিনে সে নিজেকে
এই রাজবংশের বন্ধু মনে করে।
দর্পনারায়নের প্রত্যেকটি চালচলনের
প্রতি তার ছিল সজাগ সতর্ক দৃষ্টি।
বেধে গেল দুজনের মধ্যে
বুদ্ধির লড়াই।
জয়ন্ত একে একে দর্পনারায়ণের
সমস্ত গোপন চক্রান্ত
ফাঁস করে দিল।
হিতাকাঙ্খীর মুখোস খুলে বেরিয়ে এল
দর্পনারায়ণের বীভৎস চেহারা।
রাজ্যশুদ্ধ মানুষ
বিশ্বাস করলো যে
পাহাড়ী মেয়ে রাজকুমারীই
সত্যিকারের চন্দ্রলেখা।
রাণীমা নিশ্চিন্ত হলেন।
রাজ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল।

এরপর
রাণীমা তাঁর বাকী কর্তব্যটুকু
সুসম্পন্ন করার জন্যে
জয়ন্ত আর চন্দ্রলেখাকে
নিয়ে এলেন
বংশের প্রতিষ্ঠিতা দেবী
মা ভবানীর জাগ্রত মূর্তির
বেদীতলে।

॥ সঙ্গীত ॥

কেন জানি না যে
বেণু বাজে মন মাঝে
ফুল সাজে আধো লাজে
বনময়ূরী নাচে।
নূপুর একি সুর তোলে
অনুখন তনু দোলে
কোমল দু'টি পদতলে
শতদল রাজে॥
বাহুলতা দোলে
দেখে কত ভাল লাগে
সরসীতে যেন আজি
পবনে যে ঢেউ জাগে।
কাঁকন বাজে রিনি ঝিনি
মন বলে চিনি চিনি
মধুর মায়া জাগে যেন
ছায়া ঝরা সাঁঝে॥

—

ও.........
আ.........
নেই সেই পূর্ণিমা রাত
ছায়া-ছায়া এই আঁধারে
শুধু ঘুম-ঘুম বাতাসে
যেন সেই সুর খোঁজে কারে।
আর সয়না যে অভিশাপ এই
তবে কিছুতে কি মুক্তি নেই
কি পেয়েছি পাইনি হায়
কে তার হিসাব মিলাতে পারে।
সেদিনের আলো আর সেই গান
আজ হয়ে গেছে তৃষিত পাষাণ
ওই নীরবে কাঁদে যে হায় সে সুর
কে দেবে ভাষা আজি তারে॥

—

হ র্ র্ র্ র্—
ঝিনিক্ ঝিনা ঝিনি তা
ঝিনিক্ ঝিনা ঝিনি তা
ও ধিনিক তাতা ঢোলক বাজে নাচবি আয়
যেন মন খুশীতে আজ ভরে যায়।
তাতা ধিন বাজে ঢোলক
তারি তালে দুলুক নোলক
ওলো বৌ আয় আজ রাতে; রুনু রুনু
ঘুঙুর বাজুক পায়।
ওলো বৌ ফিরাসনে ও রাঙা মুখ
কপালে সইবে কি লো এত সুখ
এ রাতে মন যেন তোরে যে বৌ আরও
কাছে পেতে চায়।
শুধু কি লো একটি রাতই করবি প্রীতম্
আমায় সাথী।
ও আঁচল চোর কাঁটাতে ভরে যাক্
ও চোরা চাস কি এ মন চুরি যাক্
কে জানে কেন হঠাৎ আজি কাঁটা দিল
সারা গায়॥

—

এ যেন অজানা এক পথ
কে জানে কোথায় হবে শেষ
স্বপ্ন এঁকে চেয়ে যে দেখি
এ যেন অচেনা এক দেশ।
জানি না দুচোখে মোর
এ আলো ছড়ালো আজ কে
জানি না নতুন এ গান
এ প্রাণে ভরালো আজ কে
ফুরালে এ গান রবে রেশ ও—ও—ও—॥
খুশী হোলো মন
আকাশকে আজ দেখে
কাটবে আমার বেলা
শুধুই ছবি এঁকে।
জানি না কানে কানে
কি কথা বাতাস কয়ে যায়
জানি না এ মন আমার
কেন যে ঝরনা হয়ে যায়
হারিয়ে যেতে লাগে বেশ ও—ও—ও—॥

—

পরবর্তী চিত্রনিবেদন

ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত

উত্তম কুমার প্রযোজিত

আওয়ার মুভিজের নিবেদন

ছোট্টিসি মুলাকাৎ

উত্তম বৈজয়ন্তীমালা অভিনীত

সঙ্গীত শঙ্কর জয়কিষণ

পরিচালনা আলো সরকার

ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড

পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিবেশক

জব এণ্ড আর্ট প্রিন্টার্স : ২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা - ৬ হইতে মুদ্রিত ও
ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড : ২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।